Gj wUwUB GLb wegvb kw³ ‡Z
ewjqvb| we‡k UvBMvi ivB
GKgvÎ †Mwij v hv‡`i i‡q‡Q
†mbv, †bŠ Ges wegvb- wZbwU
ewnbxB| BwÛqv U‡W Aej¤‡b
wj‡L‡Qb হাসান মূর্তাজা

টাইগাররা এখন আকাশে

'বাঘগুলো' এতকাল মাটিতেই বিচরণ করছিল। এবার তারা পাখা মেলেছে আকাশে। চাঁদ-তারার সঙ্গে বাঘদের সখ্য হয়েছে ব্যাপারটি এমন রোমান্টিক কিছু নয়। আর 'বাঘগুলোও' যে সে বাঘ নয়। এরা সাক্ষাৎ যমদূত।

বলছি তামিল বিদ্রোহী এলটিটিই বা তামিল টাইগারদের কথা। কয়েক মাস হলো তামিল টাইগাররা আকাশে উড়ছে। অর্থাৎ এলটিটিই গেরিলারা তাদের 'বিমান বাহিনী' গড়ে তুলেছে। এই শাখার নাম 'ভানপুলিগাল' বা 'এয়ার টাইগার'। এদের হাতে আছে চেকোশ্লোভাকিয়ায় তৈরি দুই সিটের জ্লিন জেড-১৪৩ এয়ারক্রাফট। দক্ষিণ শ্রীলঙ্কার এলটিটিই নিয়ন্ত্রিত গ্রাম ইরানামাদুর আকাশে প্রায়ই মহড়া দেয় এই বিমান। এদিকে, বিমান বাহিনী গঠনের মাধ্যমে এলটিটিই পরিণত হলো বিশ্বের একমাত্র গেরিলা বাহিনীতে যাদের স্থল, নৌ এবং বিমান তিনটি শাখাই আছে।

ব্যাপারটি গত বছরের শেষ দিকে ধরা পড়ে। শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীর একটি মনুষ্যবিহীন বিমান থেকে তোলা ছবিতে দেখা যায়, ভাবুনিয়া বনের ভেতর তৈরি ১.২ কিলোমিটার দীর্ঘ ইরানামাদুর রানওয়েতে একটি হালকা বিমান দাঁড়িয়ে। এর আগে ১৯৯৮ সালে এলটিটিই বিমান শাখা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। এবং 'শহীদ দিবস' পালনের সময় বিমান থেকে পুষ্পবৃষ্টি ঝরায়। এবারই প্রথম সুনিশ্চিত তথ্য প্রমাণ শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীর হাতে আসল।

শ্রীলঙ্কা এবং ভারত উভয় দেশই তামিল গেরিলাদের শক্তি বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন। ভারতের

এলটিটিই প্রধান ভিলুপিল্লাই প্রভাকরণ

পররাষ্ট্রমন্ত্রী নটবর সিং ইতিমধ্যে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। এ মাসেই শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা ভারতে আসছেন এলটিটিইর ব্যাপারে আলোচনা করতে। এর আগে এ বছর ফেব্রুয়ারিতে লংকান পররাষ্ট্রমন্ত্রী লক্ষণ কাদির গামা নটবর সিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এলটিটিইর ক্রমবর্ধমান বিমানবল সম্পর্কে ধারণা দেন। এ সময় কুমারাতুঙ্গা গোয়েন্দাদের কাছ থেকে এলটিটিইর ক্ষমতা জানতে পেরে একে 'দ্বিতীয় সুনামি' আখ্যা দেন। কাদির গামা সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর ভয়ঙ্কর আঁতাতের ব্যাপারে দিল্লির সহায়তা কামনা করেন। এছাড়া কলম্বোতে শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্র দপ্তর ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং জাপানের প্রতিনিধিদের কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন।

ভারতীয় কূটনৈতিক সূত্রে জানা যায়, এলটিটিই গেরিলারা সরকারের সঙ্গে ৩ বছর মেয়াদি যুদ্ধবিরতি চুক্তির সময়কালে

শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা

নিজেদের পুনরায় অস্ত্রসজ্জিত করেছে। গোয়েন্দা সূত্র জানাচ্ছে, টাইগার এয়ারফিল্ডের এতখানি উন্নতি ঘটিয়েছে যে এমনকি বড় এয়ারক্রাফটও সেখানে ল্যান্ড করতে পারবে। ভারতীয় গোয়েন্দাদের আশঙ্কা যেকোনো ভারতীয় এয়ারক্রাফট ছিনতাই করে এই এয়ারফিল্ডে ল্যান্ড করানো সম্ভব। কেননা এতে অনায়াসে একটি মাঝারি আকৃতির বাণিজ্যিক বিমান অবতরণ করতে পারবে। এছাড়া তামিল টাইগাররা বিমান নিয়ে ভারতের পারমাণবিক স্থাপনায় আঘাত করতে পারে, এমন সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না গোয়েন্দারা। আশঙ্কার

কথা, টাইগাররা এ সব বিমানে প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মঘাতী বিমান হামলাকারী তৈরি করতে পারে। যারা বড় বিমান দিয়ে ১১ সেপ্টেম্বর কায়দায় আঘাত হানতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, এই এয়ারক্রাফট-গুলো উড়াতে প্রয়োজনীয় টার্বাইন জ্বালানি এলটিটিই সহজেই জোগাড় করতে পারছে।

প্রশ্ন হলো, গেরিলাদের হাতে এসব এয়ারক্রাফট এলো কিভাবে? ভারতীয় প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদের ধারণা, এগুলো এসেছে গেরিলাদের বাণিজ্যিক জাহাজ 'দ্য সি পিজিয়ন'সে করে। যন্ত্রাংশ খোলা অবস্থায়। এর সঙ্গে জড়িত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াভিত্তিক গেরিলা নেতা শানমুগাম কুমারন থারমালিঙ্গম। কেপি নামে পরিচিত এই রহস্যময় ব্যক্তি রাজিব গান্ধী হত্যা মামলায় ফেরার।

শ্রীলঙ্কা সরকারের সঙ্গে নরওয়েজীয় মধ্যস্থতায় গেরিলাদের যে অস্ত্রবিরতি চুক্তি হয়েছে তা এখনো বলবৎ। কাজেই লংকান কর্মকর্তাদের মতে, তারা টাইগারদের বিমান

নটবর সিং : এলটিটিই-কে নিয়ে ভারত উদ্বিগ্ন

স্থাপনায় হামলা চালাতে অপারগ। এলটিটিইর দাবি তারা ২০০২ সালের আগেই বিমানবল আয়ত্ত করেছে। তাই মহড়া বন্ধ করার প্রশ্নই ওঠে না।

এলটিটিইর রাজনৈতিক প্রধান এসপি তামিল শেলভান বলেছেন, এয়ারক্রাফটগুলো শুধু আত্মরক্ষার জন্য। কিন্তু ভারত গোয়েন্দা তথ্যসমূহকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে এবং বিমানবন্দর সংক্রান্ত মার্কিন গোয়েন্দা তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছে। যেহেতু এলটিটিই একটি নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন, জোর দেয়া হচ্ছে এর তহবিল প্রবাহ বন্ধের ওপর। বিশ্বব্যাপী প্রবাসী তামিলদের কাছ থেকে গেরিলারা প্রতিমাসে ২০ লাখ মার্কিন ডলার পায়।

কর্মকর্তারা মুখ না খুললেও জানা গেছে, কলম্বো বন্ধুপ্রতীম দেশের সহযোগিতা কামনা করেছে। যেন এর বিমান প্রতিরক্ষা এবং নজরদারী ব্যবস্থা বাড়ানো যায়। ভারত সরাসরি নাক না গলানোর সিদ্ধান্ত নিলেও দক্ষিণাঞ্চলীয় কেরালা ও তামিলনাড়ুর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত। ভারতের ক্ষমতাসীন প্রগতিশীল মোর্চার অনেক সাংসদ শ্রীলঙ্কাকে সরাসরি সামরিক সাহায্য না দেয়ার পক্ষপাতী। যদিও পর্যবেক্ষকদের অভিমত তামিলদের 'আকাশে ওড়াটা' শুধু শ্রীলঙ্কা নয়, ভারতের জন্যও সমান বিপজ্জনক।

জ্যোতি বসু ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : পশ্চিমবঙ্গে বাম জয়যাত্রার দুই সেনাপতি

২৯ বামফ্রন্টের বছরের ম্যাজিক

মুক্তি চৌধুরী, *কলকাতা থেকে*

১৯৭৭ থেকে ২০০৫- ২৮ বছর। সুদীর্ঘকাল একটি বাম দলের ক্ষমতায় টিকে থাকার ঘটনা সত্যি বিস্ময়েরই বটে। ২১ জুন পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট পা দিয়েছে ২৯-এ।

যে কারণে বামফ্রন্ট এতোদিন টিকে আছে তা হলো 'জোট রাজনীতির সার্থক প্রয়োগ'। আর এর পেছনের চালিকাশক্তি পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠা, ঐতিহাসিক ভূমি সংস্কার, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার, উন্নত তথ্যপ্রযুক্তিই এই রাজ্যে বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রেখেছে আজও।

জাপান ও মেক্সিকো ছাড়া এ ধরনের নজির বোধহয় বিশ্বের আর কোথাও নেই। জাপানের লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি) টানা চার দশক ক্ষমতায় ছিল। বামফ্রন্ট বিরোধীদের মুখে যে কথাটি এখনো ভেসে আসছে তা হলো এই সুদীর্ঘ ২৮ বছরে পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ হয়েছে বহু কলকারখানা, বেড়েছে বেকারত্ব, কমেছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিবেশের মান, তলানিতে ঠেকেছে কর্ম সংস্কৃতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে, তারপরও কিন্তু টিকে আছে বামফ্রন্ট। যদিও তারা বিরোধীদের এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, এটা প্রচার। এসব অভিযোগের ভিত্তি নেই। স্রেফ মানুষকে ভুল বুঝানোর জন্য এসব মনগড়া প্রচার।

কেন এবং কোন জাদুর বলে এখনো টিকে আছে বামফ্রন্ট? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কথা, 'এ রাজ্যে কৃষি ও পঞ্চায়েতে সাফল্যের হাত ধরে গ্রামাঞ্চলে রাজনৈতিক শক্তির বিন্যাস যেভাবে হয়েছে, তা সহজেই সরকার বিরোধী মনোভাবের ফ্যাক্টরকে সামলে দিয়েছে। গ্রামে গরিব মানুষের ক্রয় ক্ষমতাও বেড়েছে।' কংগ্রেসকে হটিয়ে ১৯৭৭ সালের ২১ জুন ক্ষমতায় এসেছিল বামফ্রন্ট জ্যোতি বসুর হাত ধরে। সেই জ্যোতি বসুর কথায়, ১৯৭৭ থেকে আজ অবধি বামফ্রন্টের দেয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করায় ধারাবাহিক সাফল্যই বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রেখেছে'। সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও জ্যোতি বসুর কথায় সুর মিলিয়ে বলেছেন, 'জরুরি অবস্থা ও সন্ত্রাস রাজ্যে যে নৈরাজ্য ও অনিশ্চয়তার পরিবেশ তৈরি করেছিল, তা ২৭ বছরে ফ্রন্ট সরকারকে অবশ্যই স্থিতিশীল থাকতে সাহায্য করছে।'

তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনো বামফ্রন্টের সাফল্যকে আমল দিচ্ছেন না। বলেছেন 'সবই ভাঁওতাবাজি'। তার মতে, 'রিগিং, বুথ দখল করে ওরা ক্ষমতায় আছে। তা না হলে শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব ক্ষেত্রে পিছিয়ে থেকেও ওরা কিভাবে ক্ষমতায় থাকে? ওরা আজ ভূমি সংস্কারের বড়াই করে। এসব ভাঁওতা। কংগ্রেস সিস্টেমটা তৈরি করেছিল, ওরা জালিয়াতি করে কৃতিত্ব নিয়েছে।' আর পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'ভূমি সংস্কার ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এনে গ্রামাঞ্চলে দৈনিক মজুরি বাড়ানোর ফলে গ্রামের মানুষের মাঝে সিপিএমের প্রভাব বেড়েছে। এর ফলে সংখ্যালঘু ও তফসিলি জাতি উপজাতিদের মধ্যে প্রভাব ধরে রাখার ফলই বামপন্থিদের ক্ষমতায় টিকে থাকার অন্যতম কারণ।' একটু বাঁকা সুরেই তিনি বলেছেন, 'আমরা দিনে গড়ে ৮ ঘন্টা রাজনীতি করলে সাড়ে ৭ ঘন্টাই পরস্পরকে ল্যাং মেরেছি। বাকি আধ ঘন্টার রাজনীতিতে কি সিপিএমকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায়?'

বামফ্রন্ট ও বামফ্রন্ট বিরোধী নেতাদের মুখ থেকে যে সব কথা বেরিয়ে এসেছে তাতে

অনিল বিশ্বাস

বিমান বসু

এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে, পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠাই বামফ্রন্টকে এতদিন ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। একটি জরিপেও এটা দেখা গেছে, শহরাঞ্চলের চেয়ে বামফ্রন্টের শক্ত দুর্গ গ্রামাঞ্চলে। তাই এটা অনুমেয় পঞ্চায়েত রাজই বামফ্রন্টকে দীর্ঘ ২৭ বছর গদিতে টিকিয়ে রাখার সুযোগ করে দিয়েছে। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় আসে তখন তাদের আসন সংখ্যা ছিল ২৩১। কংগ্রেসের মাত্র ২০টি। আর ২০০১ সালের সর্বশেষ রাজ্য বিধানসভায় ২৯৪টি আসনে লড়ে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধভাবে। এই নির্বাচনে বামফ্রন্ট পায় ১৯৯টি আসন, কংগ্রেস ২৫টি ও তৃণমূল কংগ্রেস ৬০টি আসন। তবুও টিকে আছে বামফ্রন্ট, সদস্য সংখ্যার বিরাট মার্জিন নিয়ে। তাইতো এবার বামফ্রন্টের ২৯ বছরে পা দেয়ার প্রাক্কালে সিপিআই (এম)'র রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বলেছেন, 'কোনো রাজনৈতিক দল যদি তাদের আদর্শ, নিষ্ঠা ও নীতি নিয়ে এগুতে পারে, তবে মানুষ আর বিকল্প খুঁজতে যায় না।' বামফ্রন্টের শরিক সিপিআই, ফরোয়ার্ড ব্লক, আরএসপি নেতাদের মুখেও ভেসে উঠেছে একটি কথা, 'বামফ্রন্টের বিকল্প নেই। বামফ্রন্টের বিকল্প বামফ্রন্টই'।